

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat



বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৬



জাতীয় বাজেট ২০২৬-২০২৭: সারসংক্ষেপ

সহযোগিতায়



১. প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পর্যায় অতিক্রম করে বাংলাদেশ একটি নির্বাচিত সরকারের অধীনে নতুন অর্থনৈতিক যাত্রা শুরু করেছে। ২০২৬ সালের ১১ জুন জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এটি বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম পূর্ণ বাজেট এবং নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রথম আনুষ্ঠানিক দলিল।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রণীত হচ্ছে একটি কঠিন সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে। বিগত কয়েক বছরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পতন, অপরিাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ স্থবিরতার কারণে দেশের অর্থনীতি একটি নাজুক সময় অতিক্রম করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত জ্বালানি সংকট এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা অর্থনীতির উপর বাড়তি চাপ তৈরি করেছে।

এমন বাস্তবতায় দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সরকার বিভিন্ন খাতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। সারণি ১-এ কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবহন, মহিলা ও শিশু এবং স্থানীয় সরকার – এই আট খাতে সরকারের উল্লেখযোগ্য গৃহীত উদ্যোগগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে (সারণী ১)।

সারণী ১: বর্তমান সরকারের প্রধান উদ্যোগসমূহ: খাতভিত্তিক সংক্ষিপ্ত চিত্র*

খাত	উল্লেখযোগ্য গৃহীত উদ্যোগ
কৃষি	১২ লাখ কৃষকের ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিক্ষণ সুদসহ মওকুফ; সংশোধিত বাজেটে ১,৫৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ২৫.২২ লাখ প্রান্তিক কৃষককে বিনামূল্যে বীজ, সার ও উপকরণ সরবরাহ (৪০১.৬০ কোটি টাকা) - কৃষক কার্ড পাইলট: ১০টি জেলায় ২২,০৬৫ কৃষককে কার্ড বিতরণ, ১০ ধরনের সুবিধা
স্বাস্থ্য	- রংপুর, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও কুমিল্লায় ৬টি অব্যবহৃত শিশু হাসপাতাল চালুর নির্দেশ - ই-হেলথ কার্ড চালুর উদ্যোগ; হাসপাতালে বিশেষ নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন
শিক্ষা	- বার্ষিক পুনর্ভর্তি ফি বাতিল; সকল স্তরে বৃত্তির পরিমাণ দ্বিগুণ ২,০০,০০০ প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ পাইলট
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	- পেপ্যাল ও আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে চালুর লক্ষ্যে কমিটি গঠন ৭,৫০০ ফ্রিল্যান্সারকে আইডি কার্ড প্রদান (লক্ষ্য: ৫ বছরে ২ লাখ) ১,৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ওয়াইফাই সংযোগের উদ্যোগ গৃহীত
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৯১৮ মেগাওয়াটের ১২টি নতুন আইপিপি চুক্তি স্বাক্ষর (গড় ৭.৮০ সেন্ট/কিলোওয়াট) - রুফটপ সোলার ও নেট মিটারিং কর্মসূচিতে ৩৫ মেগাওয়াট জাতীয় গ্রিডে সংযোজন
পরিবহন ও যোগাযোগ	- বাংলাদেশ রেলওয়েকে লোকসানি থেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরে বিশেষ নির্দেশনা - টিকেট কালোবাজারি ও দুর্নীতি দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
মহিলা ও শিশু	ফ্যামিলি কার্ড পাইলট: ৩৭,৫৬৭টি পরিবারকে মাসিক ২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২০,০০০ কিলোমিটার খাল ও নদী পুনরুদ্ধার কর্মসূচির আওতায় ৫৪ জেলায় কাজ শুরু

বর্তমান সরকারের হস্তক্ষেপ দুটি সমান্তরাল প্রয়োজনীয়তার উপর দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে তাৎক্ষণিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সুরক্ষা জোরদার এবং জনজীবনে স্বস্তি ফেরানো; অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করা। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে যে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার করা হয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট সেই অঙ্গীকারগুলো বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রথম বড় সুযোগ।

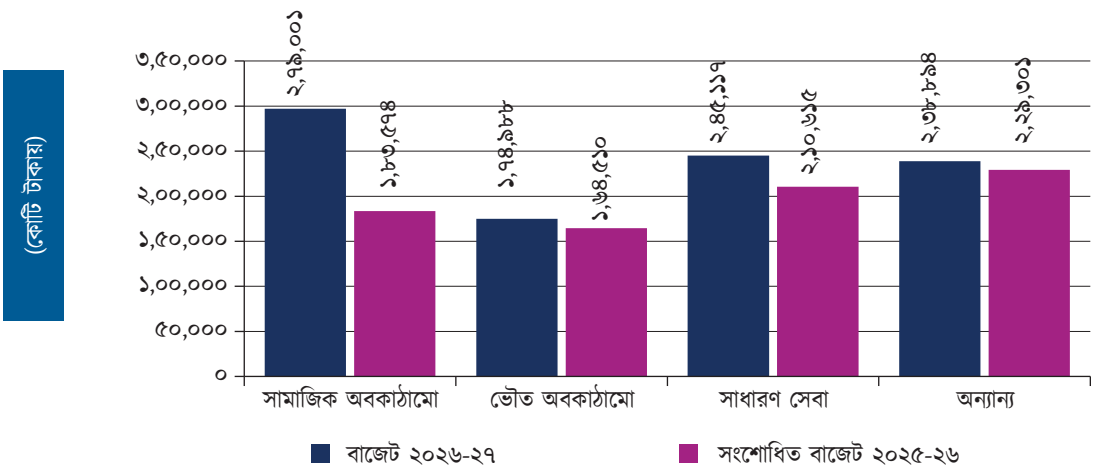
২. বাজেট ২০২৬-২৭ বরাদ্দ প্রস্তাবনা

২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে চারটি প্রধান খাতের মধ্যে সামাজিক অবকাঠামো খাতে সর্বাধিক বরাদ্দ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় (লেখচিত্র ১)। সংশোধিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১ লাখ ৮৩ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা, যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বৃদ্ধি পেয়ে ২ লাখ ৭৯ হাজার ১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ফলে এ খাতে বরাদ্দ ৯৫ হাজার ৪২৭ কোটি টাকা বা প্রায় ৫১.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অন্যান্য সকল খাতের তুলনায় সর্বোচ্চ।

অন্যদিকে, ভৌত অবকাঠামো খাত চারটি প্রধান খাতের মধ্যে সর্বনিম্ন বরাদ্দপ্রাপ্ত খাত হিসেবে রয়ে গেছে। এ খাতে বরাদ্দ ১ লাখ ৬৪ হাজার ৫১০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা প্রায় ৬.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে।

সাধারণ সেবা খাতে বরাদ্দ ২ লাখ ১০ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ লাখ ৪৫ হাজার ১১৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা প্রায় ১৬.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সমতুল্য। একই সময়ে অন্যান্য খাতে বরাদ্দ ২ লাখ ২৯ হাজার ৩০১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৯৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা প্রায় ৪.২ শতাংশ বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে।

লেখচিত্র ১: ২০২৬-২৭ বাজেট-এর খাতওয়ারি বরাদ্দ



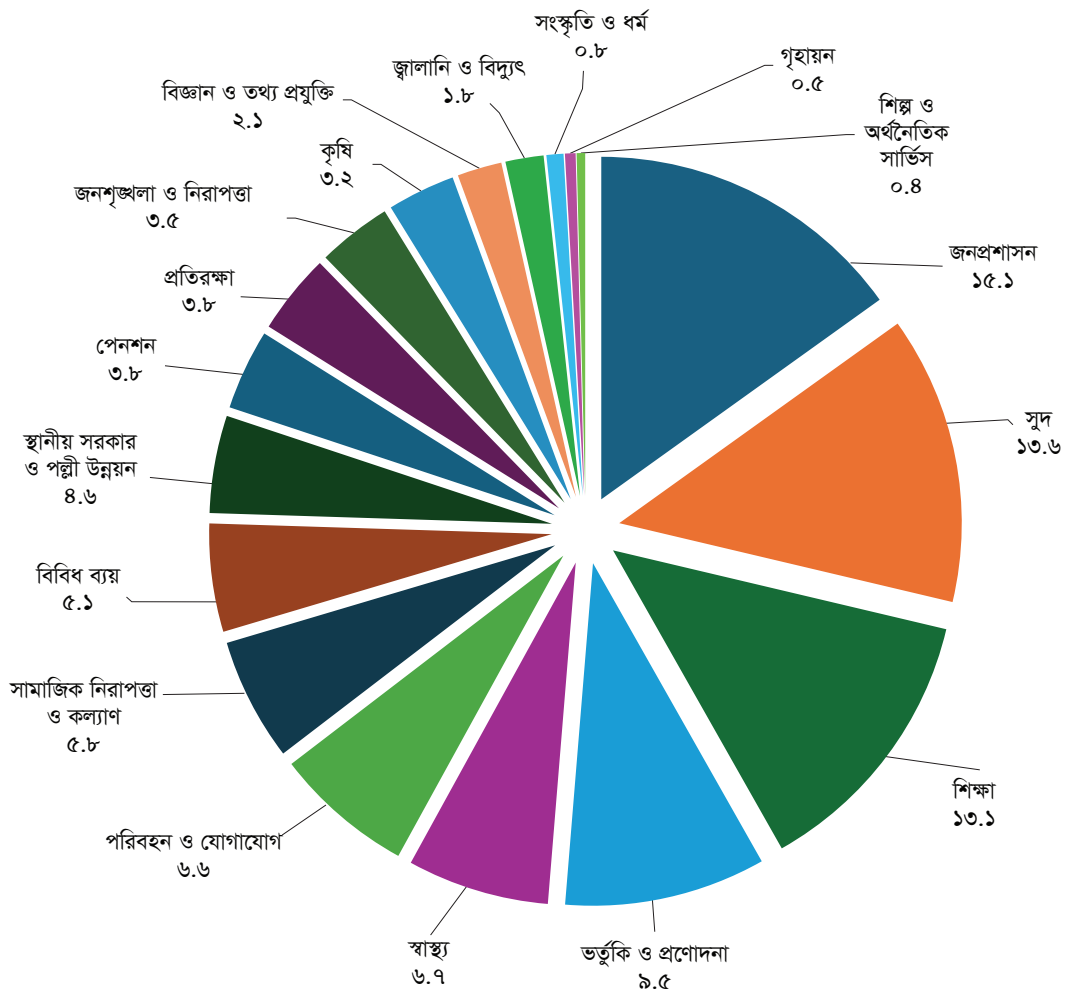
তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা, ২০২৬-২৭, পৃঃ ১৮৩-১৮৪।

৩. ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটের ব্যয় প্রস্তাবনা

প্রস্তাবিত পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট ২০২৬-২৭-এর খাতভিত্তিক সম্পদ বণ্টন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে জনপ্রশাসন খাতে, যা মোট বাজেটের ১৫.১ শতাংশ (লেখচিত্র ২)। এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে সুদ (১৩.৬ শতাংশ) এবং শিক্ষা খাত (১৩.১ শতাংশ)। এই তিনটি খাত সম্মিলিতভাবে মোট বাজেট সম্পদের ৪০ শতাংশেরও বেশি অংশ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ভর্তুকি ও প্রণোদনা খাতে ৯.৫ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

উন্নয়নমুখী ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য (৬.৭ শতাংশ) এবং পরিবহন ও যোগাযোগ (৬.৬ শতাংশ) খাতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ লক্ষ্য করা যায়। একই সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (৫.৮ শতাংশ) এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (৪.৬ শতাংশ) খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

লেখচিত্র ২: ২০২৬-২৭ অর্থবছরের খাতভিত্তিক ব্যয় প্রস্তাবনা (মোট বাজেটের শতাংশে)



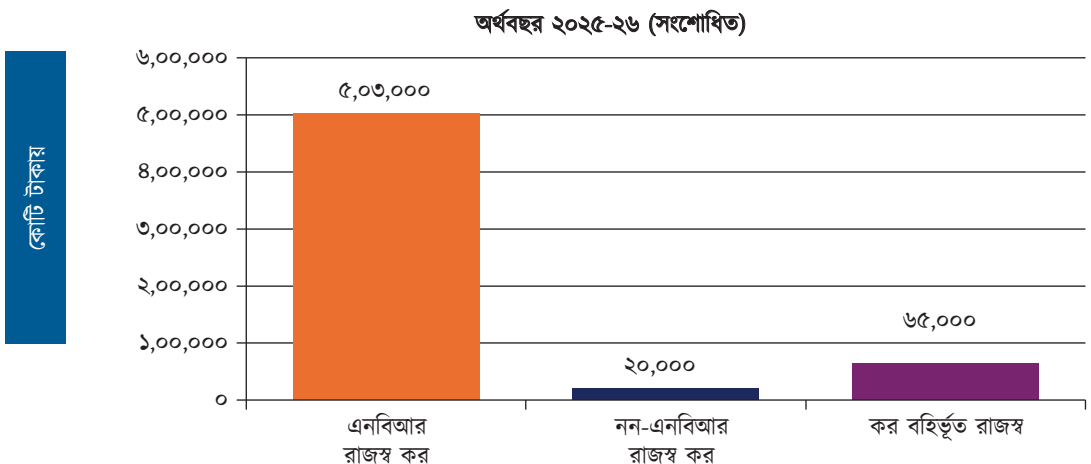
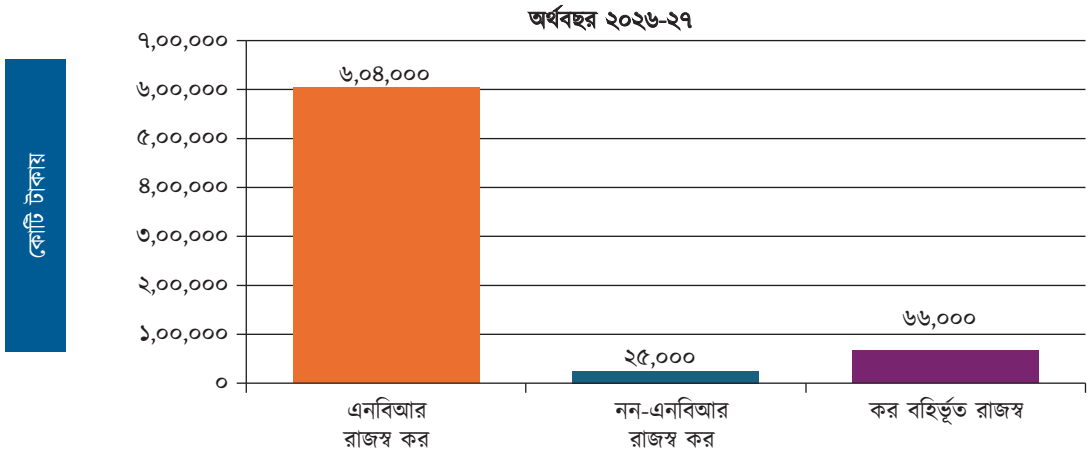
তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, ২০২৬-২৭, বিবরণী ২ক, পৃ. ১৭।

৪. অর্থবছর ২০২৬-২৭ বাজেটের প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়

বাংলাদেশ সরকারের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) নিয়ন্ত্রিত কর থেকে ৫ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টাকা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বহির্ভূত কর থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা এবং কর-বহির্ভূত প্রাপ্তি থেকে ৬৫ হাজার কোটি টাকা আয়ের হিসাব করা হয়েছিল।

এর ধারাবাহিকতায়, আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৮.২ শতাংশ বাড়িয়ে মোট ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন এই প্রস্তাবনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) নিয়ন্ত্রিত কর রাজস্ব ২০.১% বৃদ্ধি করে ৬ লক্ষ ৪ হাজার কোটি টাকা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বহির্ভূত কর রাজস্ব ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ২৫ হাজার কোটি টাকা অর্জনের লক্ষ্য ধরা হয়েছে (লেখচিত্র ৩)। তবে এর বিপরীতে কর-বহির্ভূত খাতের রাজস্ব বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশ কম রাখা হয়েছে; ১.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে এই খাত থেকে ৬৬ হাজার কোটি টাকা আদায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

লেখচিত্র ৩: ২০২৬-২৭ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ



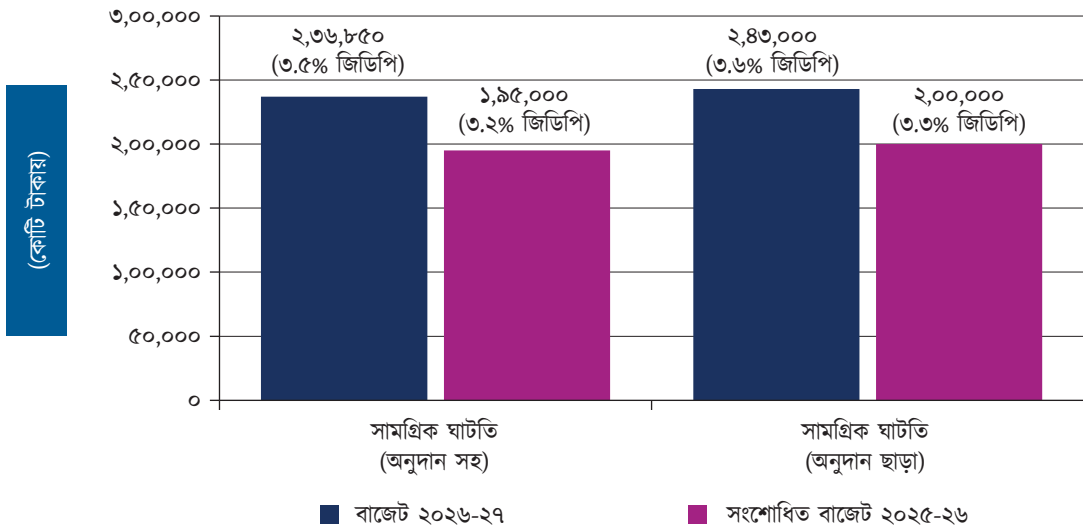
তথ্যসূত্র: এক নজরে বাজেট, ২০২৬-২৭।

৫. অর্থবছর ২০২৬-২৭ বাজেটের ঘাটতি এবং অর্থায়ন

২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অনুদানসহ সার্বিক বাজেট ঘাটতি ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপি ৩.৫ শতাংশ। চলমান ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এই ঘাটতি ধরা হয়েছিল ১ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি ৩.২ শতাংশ) (লেখচিত্র ৪)। অন্যদিকে, অনুদান বাদে বিবেচনা করলে প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৪৩ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি ৩.৬ শতাংশ। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অনুদান বাদে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ কোটি টাকা (জিডিপি ৩.৩ শতাংশ)।

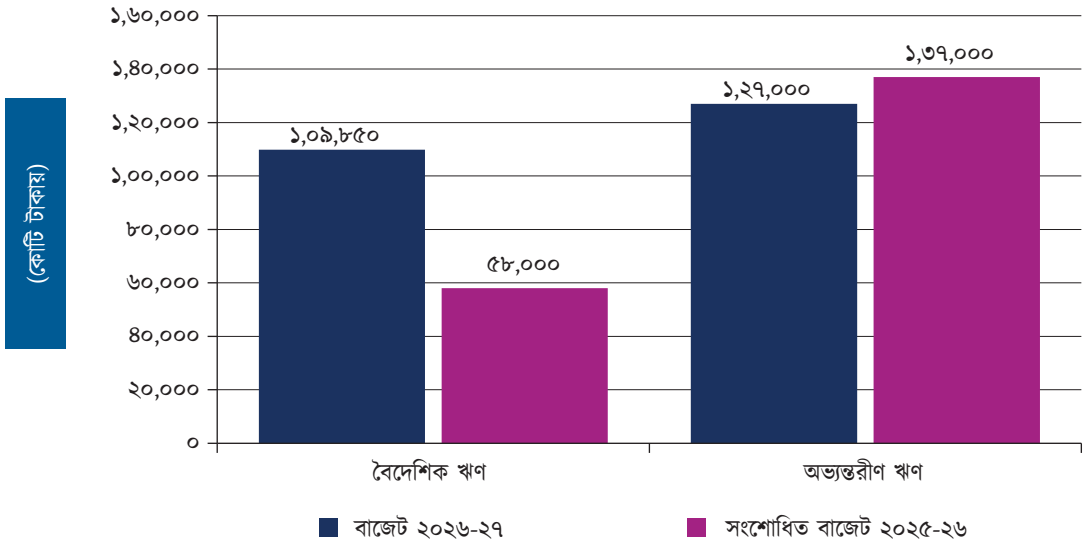
বরাবরের মত, প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকার বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ঋণকে প্রধান উৎস হিসেবে নির্ধারণ করেছে। বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী, বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকা (লেখচিত্র ৫)। সংশোধিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের তুলনায় বৈদেশিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে (৮৯.৪ শতাংশ) বৃদ্ধি করা হয়েছে, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর নির্ভরতা কিছুটা কমানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

লেখচিত্র ৪: ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট-এর খাতওয়ারি বরাদ্দ



তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা, ২০২৬-২৭, পৃঃ ১৮৩।

লেখচিত্র ৫: ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন প্রস্তাবনা

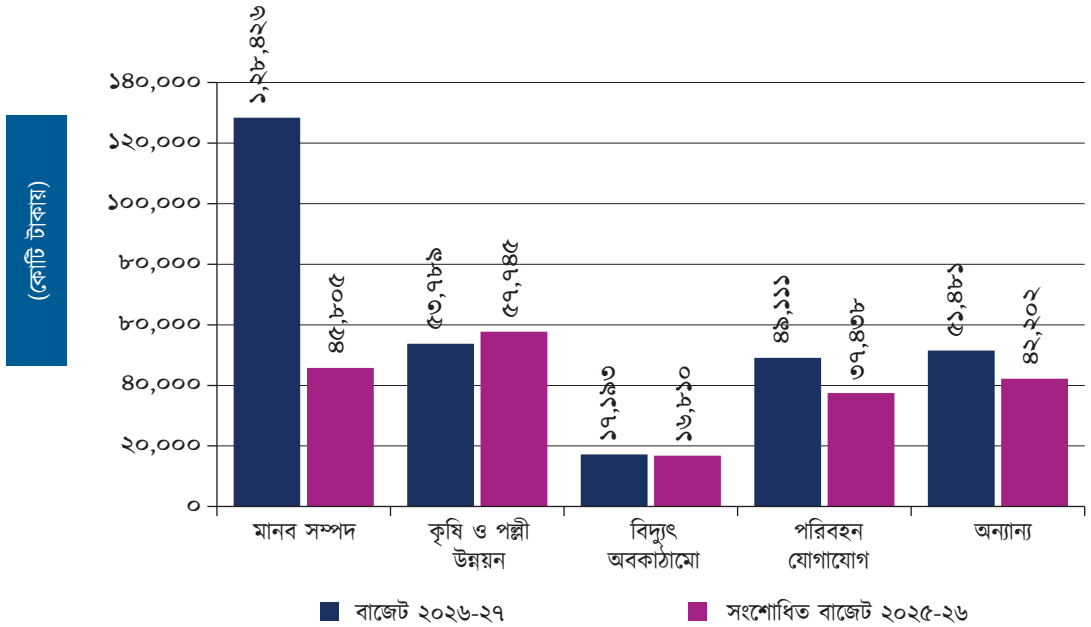


তথ্যসূত্র: এক নজরে বাজেট, ২০২৬-২৭।

৬. অর্থবছর ২০২৬-২৭ বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাবনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতভিত্তিক বরাদ্দ বিশ্লেষণে সংশোধিত বাজেট ২০২৫-২৬ এবং প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৬-২৭-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ২০২৬-২৭-এর প্রস্তাবিত বাজেটে মানবসম্পদ খাতে সর্বাধিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, যেখানে বরাদ্দ ৪৫ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪২৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ ৩৭ হাজার ৪৩৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯ হাজার ১১১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে (লেখচিত্র ৬)। একইভাবে, অন্যান্য খাতে বরাদ্দ ৪২,২০২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫১ হাজার ৪৮১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে তুলনামূলকভাবে সামান্য বৃদ্ধি দেখা যায়, যেখানে বরাদ্দ ১৬ হাজার ৮১০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৭ হাজার ১৯৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অন্যদিকে, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন একমাত্র খাত যেখানে বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে; এ খাতে বরাদ্দ ৫৭ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা থেকে কমে ৫৩ হাজার ৭৮৯ কোটি টাকায় নেমে এসেছে।

লেখচিত্র ৬: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতভিত্তিক বরাদ্দ



তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা, ২০২৬-২৭, পৃঃ ১৮২।

৭. উপসংহার

একটি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়ার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ রাখার প্রচেষ্টা দৃশ্যমান। তবে বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজস্ব আহরণ জোরদার করা, এডিপি বাস্তবায়নের দীর্ঘদিনের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন এখন সবচেয়ে জরুরি। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ সকল খাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলেই সরকারের কাক্ষিত লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব। নতুন সরকারের প্রথম বাজেটের সাফল্য নির্ভর করবে বরাদ্দের পরিমাণের উপর নয়, বরং নীতি-অঙ্গীকারকে বাস্তব ফলাফলে রূপান্তর করার সক্ষমতার উপর, যা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

*তথ্যসূত্র: বিএনপি নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬ এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম।